ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে শুরু হচ্ছে ‘টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫’ – ১০ লাখ শিশু পাবে বিনামূল্যে টিকা



সংগৃহীত ছবি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আগামী ১২ অক্টোবর থেকে এক মাসব্যাপী ‘টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫’ শুরু করতে যাচ্ছে। এ সময় ডিএসসিসি এলাকায় প্রায় ১০ লাখ শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে। টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে ২২৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭৫টি স্থায়ী ও প্রায় ৪৫০টি অস্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে। জন্ম নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে শিশুরা টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে ঢাকার দক্ষিণ অংশে বৃহৎ পরিসরে টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ‘টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫’-এর কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ১২ অক্টোবর এবং চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

ডিএসসিসি নগরভবনের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক সভায় জানানো হয়, এ সময়ে প্রায় ১০ লাখ শিশুকে এক ডোজ টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (টিসিবি) দেওয়া হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে ২২৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্ডভিত্তিক ৭৫টি স্থায়ী কেন্দ্র ও প্রায় ৪৫০টি অস্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে।

টিকাদান কার্যক্রম দুই ধাপে সম্পন্ন হবে—

প্রথম ধাপ (১২–৩১ অক্টোবর): সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের টিকাদান।

দ্বিতীয় ধাপ (১–১৩ নভেম্বর): অস্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকা ও প্রান্তিক শিশুদের টিকাদান।

এ ছাড়া ১২ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ড কার্যালয়ে স্থায়ী কেন্দ্র থেকেও টিকা নেওয়া যাবে।

টিকা গ্রহণের জন্য শিশুর জন্ম নিবন্ধন নম্বর দিয়ে www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন না থাকলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কার্যালয়ের মাধ্যমে নতুন করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।

সভায় ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, “টাইফয়েড টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষিত। শিশুদের সুরক্ষায় আমরা চাই এই টিকাদান কর্মসূচি উৎসবমুখর পরিবেশে সফল হোক।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএসসিসির সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. নিশাত পারভীন, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমডোর মো. মাহাবুবুর রহমান তালুকদারসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, রেড ক্রিসেন্ট, শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা।